সর্বোচ্চ ১৫ বছরের দণ্ড ও জরিমানা হতে পারে পাপুলের

লক্ষ্মীপুর-২ আসনের এমপি কাজী শহিদ ইসলাম পাপুল বর্তমানে কুয়েতে মানবপাচার ও মানিলন্ডারিংয়ের মামলায় গ্রেফতার। মানবপাচার ও মুদ্রাপাচার এবং ঘুষ লেনদেনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে কুয়েতের আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১৫ বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা হতে পারে তার। আগামী ২৮ জানুয়ারি পাপুলের বিরুদ্ধে কুয়েতের আদালতে রায় ঘোষণার কথা রয়েছে।

জানা গেছে, গত সপ্তাহে কুয়েতের আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা অপরাধ অনুযায়ী পাপুলের সর্বোচ্চ শাস্তি চেয়েছেন। আগামী ২৮ জানুয়ারিই কুয়েতে পাপুলের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে। কুয়েত কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে ওই দেশটিতে পাপুলের ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে। বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন কমিশনও (দুদক) তাঁর বিরুদ্ধে বিদেশে অর্থপাচারের অভিযোগ এনেছে।

পাপুলকে কুয়েতের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গত ৬ জুন রাতে তাঁর কুয়েতের বাসা থেকে গ্রেফতার করে। এরপর থেকে তিনি ওই দেশের কারাগারে আছেন। পাপুলের বিরুদ্ধে মানব ও অর্থপাচার, ঘুষ লেনদেন ও শ্রমিক শোষণের অভিযোগ আনা হয়েছে। পাপুলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতার অভিযোগে কুয়েতের দুই পার্লামেন্ট সদস্য সাদাউন হামাদ ও সালাহ খুরশিদ, জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল শেখ মাজন আল-জারাহসহ মোট ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল। পরে চারজনকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

উত্তাল ভারত, গায়ে আগুন দিয়ে ৩ কৃষকের আত্মাহুতির চেষ্টা

ভারতের বিতর্কিত নতুন কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে উত্তাল ভারত। তারই জের ধরে উড়িষ্যা রাজ্যে তিন কৃষক আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন।

শুক্রবার উড়িষ্যা বিধানসভার সামনে তারা গায়ে আগুন ধরানোর চেষ্টা করলে, সেখানকার নিরাপত্তাকর্মীরা তাদের বিরত করেন।

ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, উড়িষ্যা বিধানসভায় এখন শীতকালীন অধিবেশন চলছে। অধিবেশনের কারণে ওই এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ছিল গতকাল। বিধানসভার সামনেই কটকের তিন কৃষক গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। বিষয়টি আন্দাজ করতে পেরে নিরাপত্তকমীরা দৌড়ে এসে তাদের বিরত করেন।

ওই তিন কৃষক পুলিশকে জানিয়েছেন, বিতর্কিত কৃষি আইন ও অথাগড় জেলা সমবায় ব্যাংকের ঋণের অনিয়মের অভিযোগে তারা এই ধরনের চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

সমবায় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়ায় কৃষকরা প্রশাসনের নজরে আনতে চেয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, ভারতজুড়ে কৃষকদের বিক্ষোভ এবং বিরোধী দলগুলোর অনুরোধ উপেক্ষা করে গত ২৭ সেপ্টেম্বর কৃষি সংস্কার সংক্রান্ত বিতর্কিত তিনটি বিল পাস হয়। এরপর থেকে কৃষি আইনটি বাতিলের দাবিতে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করে আসছেন দেশটির কৃষকরা।

বিতর্কিত এই আইনটি ঘিরে পাঞ্জাব, হরিয়ানাসহ বিভিন্ন রাজ্যে কৃষক অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করেছে।

পরমাণু বিজ্ঞানী হত্যা প্রভাব ফেলতে পারে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সম্পর্কে

ইরানের জ্যৈষ্ঠ পরমাণু বিজ্ঞানী মোহসিন ফখরিযাদে রাজধানী তেহরানের কাছে আততায়ীর আক্রমণে মারা গেছেন। আততায়ীরা প্রথমে তার গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে এবং তার পর তাকে গুলি করে। ফখরিযাদে “ইরানে বোমার জনক” হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

ইরানের পরমাণু বিজ্ঞানীকে হত্যা তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে দেবে। পরমাণু বিজ্ঞানী মোহসিন ফখরিযাদের হত্যার কয়েক ঘণ্টা পর এমন মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

মোহসিন ফখরিযাদের হত্যাকারী কে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে ইরানের অভিযোগের তীরটি ইসরায়েলের দিকেই। আর ইরানের ওপর বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের চাপ প্রয়োগের জোর সমর্থক ইসরায়েল। ইরানের সঙ্গে বারাক ওবামা প্রশাসনের করা পরমাণু চুক্তি থেকে বেরিয়ে দেশটির ওপর একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন ট্রাম্প।

চলতি নভেম্বরেও তিনি ইরানের ওপর হামলা চালানোর কথা ভেবেছিলেন বলেও শোনা গেছে। এদিকে বিজ্ঞানী হত্যার পেছনে ইসরায়েলের হাত থাকতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প।

আগামী ২০ জানুয়ারি ট্রাম্পের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করবেন নতুন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি ২০১৫ সালে ইরানের পরমাণু সক্ষমতা অর্জনের পরিধি সীমিতকরণ সংক্রান্ত চুক্তিতে ফেরার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু এই বিজ্ঞানী হত্যার ঘটনা তাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ইরান এরই মধ্যে তাদের শীর্ষ বিজ্ঞানীকে হত্যার প্রতিশোধ নেবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির থিংকট্যাঙ্ক কুইন্সি ইন্সটিটিউটের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট ত্রিতা পারসি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের মধ্যকার আলোচনা শুরুর আগেই ইরান ইসরায়েল কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে বিপক্ষে এমন ঘটনা ঘটাতে পারে।

সূত্র: আল জাজিরা

দেশে ডেঙ্গু জ্বরে আরও দু’জনের

মৃত্যু

দেশে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আরও দু’জনের মৃত্যু হয়েছে। এতে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল তিনজনে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে রোগী ভর্তি হয়েছেন ১৮ জন। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১১ জন এবং ঢাকার বাইরে রয়েছেন ৭ জন রোগী।

শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এ বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এক হাজার ১০৫ জন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে এ পর্যন্ত বাড়ি ফিরেছেন এক হাজার ১৭ জন।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন ৮২ জন। লতি নভেম্বরে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন ৪৭৮ জন।

ম্যারাডোনার সম্পদ পেতে পারেন যারা

পুরো বিশ্বকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন আর্জেন্টাইন ফুটবল কিংবদন্তি দিয়াগো ম্যারাডোনা। বুধবার আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন কিংবদন্তি ফুটবলার ম্যারাডোনা।

কিন্তু প্রিয় তারকার হঠাৎ চলে যাওয়া মানতে পারছেন না তার ভক্ত-সমর্থকরা। আর্জেন্টাইন ফুটবল কিংবদন্তির শেষ যাত্রায় করোনাভীতি উপেক্ষা করেই নেমেছিল মানুষের ঢল।

পুলিশ দিয়েও এই ঢল ধরে রাখা যায়নি। বরং দফায় দফায় ম্যারাডোনার ভক্ত-সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। প্রাণের প্রিয় তারকাকে শেষবারের মতো দেখতে গিয়ে আবেগে যে কিছুতেই বাধ দিতে পারছিলেন না

তারা।

তবে ম্যারাডোনার রেখে যাওয়ায় সম্পদের উত্তরাধিকারী কে হবেন? ম্যারাডোনা তার উত্তরসূরী নির্বাচন করে গেছেন কি না, সেটি এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে অনেকেরই সান্নিধ্য পেয়েছেন তিনি। সে হিসেবে কারা হতে পারেন তার সম্পদের উত্তরাধিকারী, সেটি জানার চেষ্টা করা যেতে পারে।

ক্লদিয়া ভিয়াফেইন

ম্যারাডোনার ১৬ বছর বয়স থেকে ক্লদিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক তার। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ছিলেন তার স্ত্রী। ক্লদিয়া হচ্ছেন ম্যারাডোনার উত্থান-পতনের সাক্ষী, যিনি তাকে বিশ্বকাপ জিততে দেখেছেন। তবে দুজনের সম্পর্কটা বেশ বাজেভাবেই শেষ হয়।

ডালমা ও জিয়ানিনা

ডালমা ও জিয়ানিনা হলেন ম্যারাডোনা ও ক্লদিয়া সন্তান। মা-বাবার সম্পর্কের বাজে পরিণতির ছাপ পড়ে তাদের জীবনেও। তবে ম্যারাডোনা তার এই দুই সন্তানকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন।

ডালমা ও জিয়ানিনা ছাড়াও ম্যারাডোনার আরো ৩ সন্তান আছে। তারা হলেন হানা, দিয়েগো জুনিয়র ও দিয়েগো ফার্নান্দো। তবে এই তিন সন্তানের মায়েদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না ম্যারাডোনার।

ম্যারাডোনার বান্ধবীরা

শেষ সন্তানের মা ভেরোনিকা ওজেদার সঙ্গে অল্প কিছুদিনের জন্য সম্পর্ক ছিল ম্যারাডোনার। এর আগে রোচিও ওলিভা নামে তার আরেকজন বান্ধবী ছিল। ওলিভার সঙ্গে দুবাই, বুয়েন্স আয়ার্স ও মেক্সিকোতে বেশ সুসময় কাটিয়েছেন ম্যারাডোনা। তবে এই জুটির কোলে কোনো সন্তান আসেনি।

মাতিয়াস মোরলা

তিনি ছিলেন ম্যারাডোনার ব্যক্তিগত সহকারী। মৃত্যুর পর মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। তবে দিয়েগো তাকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করতেন এবং তিনি ছিলেন ম্যারাডোনার শেষ সময়ের অন্যতম সাক্ষী।

লিওপোলদো লুকু

ম্যারাডোনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক। অপারেশন রুমে থাকলেও শেষ মুহূর্তে লুকু তাকে অপারেট করতে পারেননি। ম্যারাডোনার সবশেষ জীবন্ত ছবিটা পোস্ট করেছেন তিনি এবং বেশ বিতর্কিতও হয়েছেন।

ম্যাক্সি

ম্যারাডোনার ব্যক্তিগত সহকারী মোরলার সৎ ভাই ছিলেন তিনি। বেশ দুঃসম্পর্কের মনে হলেও ম্যারাডোনার বেশ কাছেই ছিলেন তিনি। বিশেষ করে দিয়েগোর দুঃসময়ে সার্বক্ষণিক তার পাশে ছিলেন ম্যাক্সি। এমনকি মৃত্যুর দিনও ঘরে ছিলেন ম্যাক্সি।

এছাড়া জোনাথন এসপোসিতো নামে দিয়েগোর একজন ভাগনে আছেন। তিনিও হতে পারে ম্যারাডোনার রেখে যাওয়া সম্পদের অংশীদার।

আলমডাঙ্গায় মেয়র প্রার্থীর নির্বাচনী সভা

আসন্ন আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা এম সবেদ আলী কলেজপাড়া-মাদ্রাসাপাড়ার ভোটারদের সাথে নির্বাচনী মতবিনিময় সভা করেছেন।

গতকাল শুক্রবার রাত ৮ টায় পাড়ার ফাইভ স্টার মাঠে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দুই পাড়ার বিপুল সংখ্যক ভোটার উপস্থিত ছিলেন।
মেয়র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা এম সবেদ আলী বলেন, তিনি ৯৩ সাল থেকে ৯৯ সাল পর্যন্ত মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

পৌরসভায় যেসব রাস্তাঘাট রয়েছে তার সবগুলোই তার সময়ে করা। ২১ বছর দায়িত্বে আসা দুই মেয়র নতুন করে আর কিছুই করেননি। তার সময়ে বছরে পৌরসভায় আয় হত ৩০ লক্ষ টাকা। এখন আয় হয় ১০ কোটি টাকা। তারপরও পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ১৪ মাস ধরে বেতন দিতে পারেননা মেয়ররা।

এত টাকা যায় কোথায় প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, তার সময়ে অল্প টাকায় তিনি শহরের সব রাস্তা করেছেন। গুরুত্বপূর্ন বাইপাস সড়ক, জিকে

ক্যানেলে অনেকগুলো স্নানঘাট, টার্মিনাল এলাকায় পৌরভবনের জন্য জমি ক্রয় সবই তিনি করেছেন। এখন হয় লুটপাট। যে যখনই ক্ষমতায় এসেছেন তিনিই পৌরসভাকে উজাড় করে লুটপাট করেছেন।

তিনি ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা সচেতন হোন, লুটেরাদের ক্ষমতায় যেতে ভোট দিবেননা। একজন কাজ পাগল মানুষকে আপনারা ভোট দিবেন।

কোটচাঁদপুরে মাস্ক ব্যবহার না করায় জরিমানা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে করোনা প্রতিরোধে মাস্ক ব্যবহার না করায় জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার তালশার বাজার ও পৌর শহরের মেইন বাসস্ট্যান্ডে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান রিপন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এই জরিমানা আদায় করেন।

অভিযানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দূরুত্ব বজায় ও মাস্ক ব্যবহার না করার দায়ে বিভিন্ন দোকানে ১ হাজার ১’শ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান রিপন জানান, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ প্রতিরোধে সামাজিক দূরুত্ব বজায় ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক ব্যবহারের ওপর ব্যাপক জনসচেতনতা ও প্রচার চালানো হচ্ছে। মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারি প্রোগ্রামার জিয়াউর রহমান, অফিস সহকারি সুব্রত বিশ্বাস, মডেল থানার এসআই তৌফিক আনাম, সাংবাদিক মঈন উদ্দীন খানসহ থানা পুলিশের একটি টিম।

কাজিপুর সীমান্তে মদ ও গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্ত ফাঁড়ির বিজিবি সদস্যরা মদ ও গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার করেছে।

শুক্রবার ভোরের দিকে গাংনী উপজেলার কাজিপুর বিজিবি সদস্যরা কাজিপুর মাঠ থেকে ১০ বোতল মদ ও ১ হাজাট পিচ গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার করে।

এদিন কাজীপুর সীমান্ত ফাঁড়ির বিজিবির হাবিলদার আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল টহল শেষে ফেরার পথে মাঠ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১০ বোতল মদ ও ১ হাজার পিচ গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার করে উদ্ধার করে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এস এম আতাউল হাকিমের মুজিবনগর পরিদর্শন

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এস এম আতাউল হাকিম মেহেরপুর পরিদর্শন করেছেন। শুক্রবার সকালের দিকে বিচারপতি মেহেরপুর মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন করেন।

এর আগে বিচারপতি এস এম আতাউল হাকিম মেহেরপুর সার্কিট হাউজে এসে পৌঁছালে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এস এম আব্দুস সালাম তাকে স্বাগত জানান। পরে বিচারপতি মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন করেন।

তামাক কোম্পানির প্রলোভনে যুব সমাজ

তামাক কোম্পানির লোভনীয় প্রলোভন মূলক বিভিন্ন পুরস্কার ঘোষণা স্বাস্থ্য বিধি ক্ষুদ্র আকারে উল্লেখসহ চটকদার বিজ্ঞাপনে মেহেরপুরে তামাক সেবনে উৎসাহিত হচ্ছে যুব সমাজ। মেহেরপুর জেলায় তামাক কোম্পানির অর্থ, সার, বীজসহ নানা ধরনের সহায়তায় তামাকের আবাদ হচ্ছে।

তামাক আবাদের ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। তামাক প্রস্তুত করতে গিয়ে ওই সকল এলাকার পরিবেশ দুষিত হচ্ছে। নানা ধরনের প্রলোভনের ফলে থেমে নেই তামাক আবাদ। কৃষি বিভাগ থেকে তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করতে নেই কোন পদক্ষেপ কাথাগুলো বলেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের মেহেরপুর শাখার প্রধান উপদেষ্টা সাংবাদিক রফিকুল আলম।

মুদি দোকানী মোঃ সাহাদৎত বলেন, সিগারেট কোম্পানি তাদের বিড়ি সিগারেট বিক্রি করতে বিভিন্ন অফার বা পুরস্কারের ঘোষণা দেয়। এতে আমরা দোকানীরা লাভের আশায় সেই সব কোম্পানির বিড়ি সিগারেট বিক্রির জন্য বেশি চেষ্টা করে থাকি। মোঃ তৈয়বুর রহমান বলেন, আমি অনেক দিন ধরে ধুমপান করেছি কিন্তু চিকিৎসা নিতে গিয়ে ডাক্তারের কথা শুনে ধুমপান ছেড়ে দিয়েছি। তবে এখন আমি অনেক ভালো আছি। আসলে সবাইকে ধুমপান পরিত্যাগ করা উচিৎ। ধুমপান করলে একদিকে টাকা অপচয় হয় অন্যদিকে শরীরের বিভিন্ন ক্ষতি হয়।

সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মঈন-উল-আলম বলেন, মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রত্যশা বাস্তবায়নে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে আইন বাস্তবায়নের পাশাপাশি তামাকের উপর কর বৃদ্ধি পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী। এতে তামাক পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেলে যুব সমাজের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। ফলে তামাক সেবন থেকে যুব সমাজ রক্ষা পাবে।

তিনি আরো বলেন, স্কুল, কলেজ ও হাসপাল এলাকার মধ্যে বিড়ি সিগারেট দোকান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিত। ১৮ বছরের কম বয়সীদের নিকট কোন

প্রকার বিড়ি সিগারেট বিক্রি না করে বেশি বেশি করে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা তামাকের যে কোন বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা ব্যবসায়ীদের উপঢৌকন বন্ধ করা প্রয়োজন।

তামাকের সকল প্রকার বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। এতে করে যুব সমাজ তাদের প্রলোভন থেকে মুক্তি পাবে। মেহেরপুর জেলায় সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার ডব্লিউবিবি ট্রাস্টের সহতায় বিভিন্ন সরকারি বেসকারি দপ্তর পাবলিক প্লেস যানবাহনসহ বিভিন্ন স্থানে ধুমপান নিরুসাহিত করতে বিলবোর্ড, লিফলেট বিতরণ, স্টিকার লাগানো কার্যক্রম অব্যহত রেখেছে।